ভেষজ চাষ নিয়ে উদ্যোগী আয়ুষ

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশেষ করে তরাই-ডুয়ার্স ও পাহাড়ি এলাকায় জৈব পদ্ধতিতে ভেষজ গাছের চাষ বাড়াতে চাইছে আয়ুষ মন্ত্রকের 'ন্যাশনাল মেডিসিনাল প্ল্যান্টার্স বোর্ড'-এর রিজিওনাল কাম ফেসিলিটেশন সেন্টার। পাহাড়ের মিরিক সহ আশপাশের কিছুটা অংশ ছাড়া ভেষজ চাষ সেভাবে কোথাও হচ্ছে না বলে ন্যাশনাল মেডিসিনাল প্ল্যান্টার্স বোর্ডের সূত্রের খবর। বুধবার এ ব্যাপারে চাষিদের সমস্যা বোঝার পাশাপাশি তাঁদের উৎসাহিত করতে তরাই-ডুয়ার্স ও পাহাড়ের ১৫টি 'ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন' (এফপিও)-এর সঙ্গে বৈঠকে বসেন বোর্ডের আধিকারিকরা।

উত্তরায়ণের একটি অভিজাত হোটেলে আয়োজিত এদিনের বৈঠকে এফপিও-দের কাছে চাষিদের ভেষজ গাছ চাষের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর অনুরোধ করা হয়। সেক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে ২ থেকে ৪ কাঠার জমিতে চাষের অনুরোধ করা হয়েছে। এফপিওদের থেকেও পালটা নানা সমস্যার কথা শোনেন বৈঠকে উপস্থিত আধিকারিকরা। এফপিওগুলি পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেওয়ার দাবি তোলে। সরকারি সহযোগিতারও অনুরোধ করেন। বিষয়টি দেখবেন বলে আধিকারিকরা আশ্বাস দেন। বৈঠকে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের সিইও তনুজা নেসারি। তিনি ব্রাহ্মী গাছের চাষের উপর বিশেষ করে নজর দেওয়ার অনুরোধ করেন। তিনি বৈঠকে বলেন, 'আত্মনির্ভর হওয়ার ক্ষেত্রে ওষধি গাছের চাষ গুরুত্বপূর্ণ। বৈঠকে ভার্চুয়ালি বক্তব্য পেশ করেন বোর্ডের নোডাল কোঅর্ডিনেটর প্রফেসার আশিস মজুমদার। এদিনের বৈঠকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষও নিজের বক্তব্য রাখেন। বলেন, 'মেঘালয় ভেষজ চাষে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। ওখানে নারী-পুরুষ উভয়ই এই চাষের কাজে এগিয়ে এসেছে। আমাদেরও এগিয়ে আসতে হবে।'

সিলভি কালচার (নর্থ)-এর ডিএফও কে সরকার সহ বনবিভাগের সুকনার ইনস্টিটিউট অফ ফরেস্ট প্রোডাক্টিভিটির এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ স্টেশনের অধিকর্তা পিসি লাকড়া সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

STAKEHOLDERS' MEET ON MEDICINAL PLANTS IN WEST BENGAL

ভেষজ গাছের চাষ নিয়ে বৈঠক শিলিগুড়িতে। -সংবাদচিত্র

> মেঘালয় ভেষজ চাষে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। ওখানে নারী-পুরুষ উভয়ই এই চাষের কাজে এগিয়ে এসেছে। আমাদেরও এগিয়ে আসতে হবে।
>
> -রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
> *চেয়ারম্যান, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ*

আলু চাষে সাশ্রয়ে আশা বঙ্গশ্রী বীজ

শুভজিৎ দত্ত

BENGAL HI-TECH SEED POTATO
BANGASHREE
Produced & Marketed by :
BORLAUG VISION SOCIETY
SILIGURI / JALPAIGURI
Certified
Kufri - Chipsona-4
50 Kg
Rabi 20
CERTIFIED SEED
West Bengal State Seed Certification Agency

নাগরাকাটা, ২৪ নভেম্বর : টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে হাইটেক আলুবীজ তৈরি করেছে রাজ্য। মশারির নীচে উৎপাদিত আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিতে স্থিতিশীল ওই বীজের উত্তরবঙ্গে বিপণনও শুরু হয়ে গিয়েছে। বীজের ব্র্যান্ড নাম 'বঙ্গশ্রী'। ১৫-১৬ রকমের ভাইরাসের আক্রমণে হামেশাই বিপর্যয়ের শিকার আলু চাষের ক্ষেত্রে বঙ্গশ্রী গেম চেঞ্জারের ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদী কৃষি বিজ্ঞানীরা। রাজ্যের কৃষি অধিকর্তা ডঃ সম্পদরঞ্জন পাত্র বলেন, 'নয়া বীজ রোগমুক্ত। তা থেকে ফলন বেশি মিলবে। উৎপাদন খরচও কম। এককথায় কৃষকরা লাভবান হবেন।'

বর্তমানে সার্টিফায়েড আলুবীজের অন্যতম ভরসা পঞ্জাবের জলন্ধর। সেখান থেকে বীজ আনতে পরিবহণ খরচ বাবদ অনেক টাকা বেরিয়ে যায়। ফলে চাষির ক্রয়মূল্য বেশি পড়ে। আলু চাষে প্রচুর পরিমাণ বীজের প্রয়োজন হয়। কৃষি দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী, আলু চাষে যত খরচ হয় তার অর্ধেকই চলে যায় বীজের পেছনে। প্রতি হেক্টর ধান চাষে বীজ বাবদ খরচ হয় ২ হাজার টাকা। সেখানে আলুর ক্ষেত্রে ওই পরিমাণ প্রায় ৪০ হাজার টাকা। ফলে খরচ কমাতে কৃষকদের চাহিদা থাকে ছোট আকারের বীজ, যা বঙ্গশ্রীতে মিলবে বলে কৃষিকর্তারা জানাচ্ছেন।

নয়া বীজ প্রথমে রাজ্যের আলু ও ভুট্টা গবেষণাকেন্দ্রে তৈরি করা হয়েছে। আনন্দপুর ও কৃষ্ণনগরের খামারে দু'বছর ধরে পরীক্ষানিরীক্ষার পর তা বাজারে নিয়ে আসা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন ফার্মার্স প্রোডিউসার্স ক্লাবের (এফপিও) মাধ্যমে বীজ বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির আলু চাষ অধ্যুষিত ধূপগুড়ি, কচুয়া বোয়ালমারি, টাকিমারির মতো নানা জায়গার পাশাপাশি তরাইয়ের খড়িবাড়িতে বঙ্গশ্রীর বিপণনকেন্দ্র খোলা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রেই জানা গিয়েছে, হাইটেক টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে তৈরি ওই আলুবীজের বংশবিস্তারের কাজ সারাবছর ধরে চলে। এরপর আলুর মরশুমে মশারির নীচে রোপণ করে সেখান থেকে বীজ পাওয়া যায়। মশারি ব্যবহার করার কারণ নানা ধরনের ভাইরাস বাহক সাদা মাছি বা ওই জাতীয় শোষক পোকার আক্রমণ থেকে বীজকে রক্ষা করা। খোলা আকাশের নীচে বীজ তৈরি করা হলে ওই রোগপোকারা তাতে সহজেই ভাইরাস ঢুকিয়ে দেয়। ফলে পরবর্তীতে বীজ থেকে যে গাছ তৈরি হয় তাতে ভাইরাসের ছোবল থাকে। ফলনও মেলে না। পাতা কোঁকড়ানো বা গুটিয়ে যাওয়া, ফসলে হলুদ ছোপ ইত্যাদি নানা সমস্যা দেখা যায়।

জলপাইগুড়ি সদর মহকুমার সহকৃষি অধিকর্তা (বিষয়বস্তু) ডঃ মেহফুজ আহমেদ বলেন, 'বঙ্গশ্রী ব্র্যান্ডের আলুবীজ রোগমুক্ত। ফলন নিয়ে কৃষকের দুশ্চিন্তা অনেকটাই কমে যাবে। নানা জায়গায় বিপণনকেন্দ্র খোলার কাজ শুরু হয়েছে। যাঁরা ওই বীজ কিনছেন তাঁদের চাষের গতিপ্রকৃতির প্রতি নজরদারিও থাকবে। সেজন্য ক্রেতাদের তথ্য সংগ্রহ করে রাখা হচ্ছে।'

কীভাবে তৈরি

- ■ হাইটেক টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে
- ■ সাদা মাছি বা ওই জাতীয় শোষক পোকার আক্রমণ থেকে বীজকে রক্ষা করতে মশারি ব্যবহার

কেন আলাদা

- ■ সাধারণ আলুবীজ খোলা জায়গায় তৈরি হওয়ায় ভাইরাসের ছোবল থাকে
- ■ বঙ্গশ্রী বীজ ভাইরাস প্রতিরোধী হওয়ায় ক্ষতির সম্ভাবনা কম

চাষে ব্যস্ত, দ্বিতীয় ডোজে অনীহা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : একদিকে ফসল ঘরে তোলা। অন্যদিকে, আলুর চাষের জন্য জমি তৈরি। ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে কৃষক পরিবারগুলিতে। আর সেই কারণেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে টিকা নেওয়ার সময় নেই তাঁদের। এর ফলে গ্রামের একটা বড় অংশের মানুষ এখন ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নিতে পারেননি। বিষয়টি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে। জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তর যাঁরা ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ এখনও নেননি তাঁদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি নিয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত ধরে ধরে সেখানে একদিনে একাধিক জায়গায় টিকার শিবির করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে ওই শিবিরে আনার জন্য তাঁদের বাড়িতে আশাকর্মীদের পাঠানোর ব্যবস্থা করছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

উত্তরবঙ্গের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ওএসডি চিকিৎসক সুশান্ত রায় বলেন, প্রত্যেকেরই নিজস্ব কাজকর্ম রয়েছে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া জরুরি। কারণ কাজকর্ম করতে হলে আগে নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে করোনা দেশ ছেড়ে যায়নি। যে কারণে ভ্যাকসিনকে কোনও অবস্থাতেই অবহেলা করা যাবে না। আমরাও দেখেছি অনেকেই দ্বিতীয় ডোজ নিতে আসেননি। তাঁদের তালিকা তৈরি করে বাড়িতে বাড়িতে আশাকর্মীদের পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

কিছুদিন আগেও দেখা গিয়েছিল, জেলার ভ্যাকসিনকেন্দ্রগুলিতে সকাল থেকে লম্বা লাইন। অনেকে আবার ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য রাত জেগে লাইন দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ছবি এখন আর তেমন দেখা যায় না। গ্রামের দিকের ভ্যাকসিনকেন্দ্রগুলি এখন কার্যত ফাঁকা। অথচ স্বাস্থ্য দপ্তরের খাতায় দ্বিতীয় ডোজের নির্দিষ্ট তারিখ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও ভ্যাকসিন নেননি এমন লোকের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার।

জোরকদমে চলছে আলুর বীজ রোপণের কাজ। পাঙ্গা এলাকায়। - সংবাদচিত্র

কেন এতজন লোক এখনও দ্বিতীয় ডোজ নিতে আসেননি? খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল, এঁদের একটা বড় অংশই গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা। এই সময় গ্রামে ধান কাটার মরশুম চলছে। একদিকে ফসল ঘরে তোলার ব্যস্ততা রয়েছে। অন্যদিকে, ধান কেটে ঘরে তোলার পর তা ঝাড়াই করতে এখন ব্যস্ত আরও প্রচুর মানুষ। জমি থেকে ধান তুলে নেওয়ার পর অনেকেই ফাঁকা জমিতে শীতের মরশুমে আলু ও সবজি চাষ করেন। গ্রামের কৃষকদের একটা বড় অংশ আবার সেই চাষে ব্যস্ত। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধান কেটে ঘরে তুলে সেই জমিতে আলু ও সবজির বীজ রোপণ না করলে ভালো ফসল পাওয়া যায় না। গ্রামের মানুষ কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁদের কাছে এখন টিকা নেওয়া গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সদর ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রামীণ এলাকা ঘুরে ১০ জনকে টিকা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতেই জানা গেল, তাঁদের মধ্যে তিনজন টিকার দুটি ডোজ ইতিমধ্যে নিয়েছেন। ছয়জন টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন। এই ছয়জনের মধ্যে তিনজনের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার তারিখ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও তাঁরা কৃষিকাজ ব্যস্ত থাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাননি। বাকি তিনজনের দ্বিতীয় ডোজের নির্দিষ্ট দিন এখনও আসেনি। একজন এখনও কোনও ডোজ নেননি।

বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা সুপেন রায় এদিন সকালে আলুর জন্য জমির পরিচর্যার কাজ করছিলেন। তিনি বলেন, 'দিন সাতেক আগে দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার জন্য একজন ফোন করেছিলেন। কিন্তু ধান কাটার কাজ চলায় তখন আমি যেতে পারিনি। এখন আলুর জমি তৈরি করে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বীজ রোপণ করতে হবে। তাই ভ্যাকসিন নিতে যাওয়া হয়নি।' পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা রতন মণ্ডল বলেন, 'প্রথম ডোজ নিতে গিয়ে সারাদিন চলে গিয়েছিল। আমরা দিন আনা দিন খাওয়া লোক। এই সময় আমাদের টাকা রোজগারের ভরা মরশুম। টিকা নেওয়াটাও জরুরি, এটা আমরা জানি। আমার পরিবারের বাকি সদস্যদের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কাজের চাপে আমি এখনও নিতে পারিনি।'

এই পরিস্থিতিতে শিবির করলেও কাজ কতটা হবে, তা নিয়ে স্বাস্থ্যকর্তাদের একাংশের মধ্যেও সন্দেহ আছে। আবার টিকা না নিলে আগামীদিনে যে করোনা আবার ভয়ংকর চেহারা নিতে পারে, এমন আশঙ্কাও করছেন তাঁরা।

> দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার জন্য একজন ফোন করেছিলেন। কিন্তু ধান কাটার কাজ চলায় তখন আমি যেতে পারিনি। এখন আলুর জমি তৈরি করে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বীজ রোপণ করতে হবে। তাই ভ্যাকসিন নিতে যাওয়া হয়নি।
>
> - সুপেন রায়, *কৃষক,*
> *বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত*

জৌলুসহীন রামশাই

ময়নাগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : গরুমারা জঙ্গল ঘেঁষা জলঢাকা, মূর্তি, ডায়না নদী ঘেরা ময়নাগুড়ি ব্লকের ছোট্ট গ্রাম রামশাই। জলঢাকার বিস্তৃত নির্জনতা আর গরুমারার ঘাসবন রামশাইকে আলাদা পরিচিতিও দিয়েছে। রয়েছে প্রজাপতি পার্কও। শীতে পরিযায়ী পাখিদের মেলা বসে এই এলাকায়। এছাড়া রামশাই লাগোয়া কালীপুর ইকো রিসর্ট, রাইনো ক্যাম্পের মতো বনবাংলোগুলোও পর্যটকদের কাছে বাড়তি আকর্ষণ।

কিন্তু রামশাই বর্তমানে চরম সমস্যায়। করোনা পরিস্থিতির জেরে দুই বছর ধরে জৌলুসহীন অবস্থায় ধুঁকছে রামশাই। বেহাল অবস্থা বন দপ্তরের বাংলোগুলোর।

ডুয়ার্স টুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেছেন, 'টিকিট কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ সময় ধরে গন্ডারের অবয়বটি যেভাবে ভেঙে রয়েছে, তা দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজন।' বর্তমানে জরাগ্রস্ত অবস্থা প্রজাপতি উদ্যানটির। বেহাল অবস্থা বন দপ্তরের কটেজগুলিরও। বেহাল অবস্থা কালীপুর ইকো ভিলেজ কটেজগুলিরও।

সেতুতে জোর

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : গ্রামীণ এলাকার সেতু নির্মাণে জোর দিচ্ছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ। বুধবার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের উপস্থিতিতে পর্ষদের প্রথম বৈঠকটি হয় উত্তরকন্যায়।

এদিনের বৈঠকে মূলত গ্রামীণ এলাকাগুলির উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, পর্ষদের সদস্যরা এলাকাভিত্তিক প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে পরবর্তী বৈঠকে জমা দেবেন। তারপর কাজের প্রস্তাব পাঠানো হবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এবং রাজ্য সরকারের কাছে।

বৈঠক শেষে পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বলেন, 'এদিন আমাদের প্রথম বৈঠক ছিল। প্রাথমিকভাবে আমরা সেতু নির্মাণে জোর দিচ্ছি। তবে পরবর্তী বৈঠকে কোথায় কোন সেতু দরকার, তা নিয়ে আলোচনা হবে। যেহেতু কাজ করবে দপ্তর, তাই প্রস্তাব সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

বামেদের বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এবং একাধিক দাবিতে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নেমেছে বাম সংগঠন এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই। বুধবার দার্জিলিং জেলা এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআইয়ের তরফে জেলা স্কুল পরিদর্শককে এ নিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কলকাতায় এসএসসি দপ্তর অভিযানে ছাত্র-যুবদের ওপর পুলিশের আক্রমণ ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানিয়ে ডিওয়াইএফআইয়ের তরফে বুধবার সন্ধ্যায় অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়। একে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাসমি চক। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি হয়।

এসএফআই দার্জিলিং জেলার সভাপতি অঙ্কিত দে বলেন, '২০১১-র পর থেকে শিক্ষক নিয়োগে রাজ্য প্রশাসন দুর্নীতির আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে। এর প্রতিবাদ করতে গেলে পুলিশ আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে।'

সড়কে বালি-পাথর

চোপড়ায় জাতীয় সড়কের ধারে জমা করা হচ্ছে বালি-পাথর। -মনজুর আলম

চোপড়া, ২৪ নভেম্বর : জাতীয় সড়কের পাশে বালি-পাথর স্তূপ করে রাখায় দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হচ্ছে পথচারী ও যানচালকদের। দুর্ঘটনাও বাড়ছে। চোপড়ায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের একপাশে কালাগছ থেকে দলুয়া পর্যন্ত এই দৃশ্য লক্ষ করা যাচ্ছে। বুঝে ওঠার উপায় নেই যে, ওই বালি-পাথর নির্মাণকাজে ব্যবহারের জন্য নাকি কেউ ব্যবসা পেতেছেন।

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জাহেদা খাতুন অবশ্য বলেন, 'এব্যাপারে এতদিন কেউ কোনওরকম অভিযোগ করেননি। বিষয়টি দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসনের কোনওরকম ভ্রূক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ। জাতীয় সড়ক ছাড়াও সদর চোপড়ার ভেতরের একাধিক রাস্তার ধারে একইভাবে দিনের পর দিন বালি-পাথর কিংবা ইট পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। সেগুলি খুচরোভাবে কিংবা ট্রলির সাহায্যে বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, অবাধে চলছে সেই ব্যবসা। সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা না ভেবে সড়কে ব্যবসা চলতে থাকলেও দেখার কেউ নেই। অনেকে অসুবিধার সম্মুখীন হলেও প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছেন না। মাঝেমধ্যে প্রশাসনের উদ্যোগে সতর্কতামূলক মাইকিং করতে দেখা গেলেও তাতে কাজ হচ্ছে না।

বিধাননগরে অস্বাভাবিক মৃত্যু

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ নভেম্বর : বুধবার ফাঁসিদেওয়ার বিধাননগর সংলগ্ন সহদরগছ এলাকায় এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। মৃত স্বপন সরকার (৩৪) স্থানীয় সন্তোষীনগরের বাসিন্দা। এদিন ওই ব্যক্তি অসুস্থ বোধ করছিলেন। এরপর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।

ইমামদের নিয়ে বৈঠক

চোপড়া, ২৪ নভেম্বর : টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে ইমামদের নিয়ে বৈঠক করলেন স্বাস্থ্য ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। বুধবার পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ব্লকের বিভিন্ন এলাকার ইমামদের ডাকা হয়। বিএমওএইচ ডাঃ রাহুল সরকার বলেন, 'এলাকার ৭০ শতাংশ মানুষ ইতিমধ্যে প্রথম ডোজ পেয়েছেন। দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছে ২৭ শতাংশ। ইমামরা টিকাকরণের ব্যাপারে সচেতনতামূলক প্রচারের বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন।'

বাগডোগরায় ৭ উড়ান বাতিল

বাগডোগরা, ২৪ নভেম্বর : বুধবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে ৭টি উড়ান বাতিল হয়েছে। এদিন ৩১টি উড়ান যাতায়াত করেছে। বাগডোগরায় যাত্রী এসেছেন ৪,১৪৫ জন। বাগডোগরা থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে গিয়েছেন ৪,১৮৭ জন যাত্রী।

গ্রামপুজো

চোপড়া, ২৪ নভেম্বর : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বলাইগছ গ্রামে বুধবার গ্রামপুজো অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামবাসীরা জানান, রীতি মেনে প্রতি বছরের মতো এবারও পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল।

নেশার সামগ্রী সহ ধৃত

খড়িবাড়ি, ২৪ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সীমান্তের চেকরমারি এলাকা থেকে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ও নেশার ট্যাবলেট সহ এক মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল। ধৃত টিপু সুলতান বাগডোগড়ার কেষ্টপুর এলাকার বাসিন্দা। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাত ১০টা নাগাদ টিপু একটি বাইকে বিহার থেকে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে বাগডোগড়ার দিকে যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ বিহার সীমান্তের চেকরমারি সংলগ্ন এলাকায় তাকে আটক করে। তল্লাশি চালাতেই মোটর সাইকেলে রাখা একটি ব্যাগ থেকে ১১০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ও ২০ স্ট্রিপ নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। এরপরেই ধৃতকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে আসে।

খড়িবাড়ি থানার ওসি সুমনকল্যাণ সরকার জানান, খড়িবাড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় মাদকাসক্তের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় মাদক কারবারিদের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। লাগাতার সাদা পোশাকে পুলিশি অভিযানও চলছে।

ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে তাকে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করা হয়েছে।' ধৃত ব্যক্তি বিহার থেকে নেশার সামগ্রী এনে বাগডোগড়া ও মাটিগাড়া এলাকায় বিক্রি করত বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু মাদক কারবারির নাম উঠে আসবে বলেই পুলিশের অনুমান।

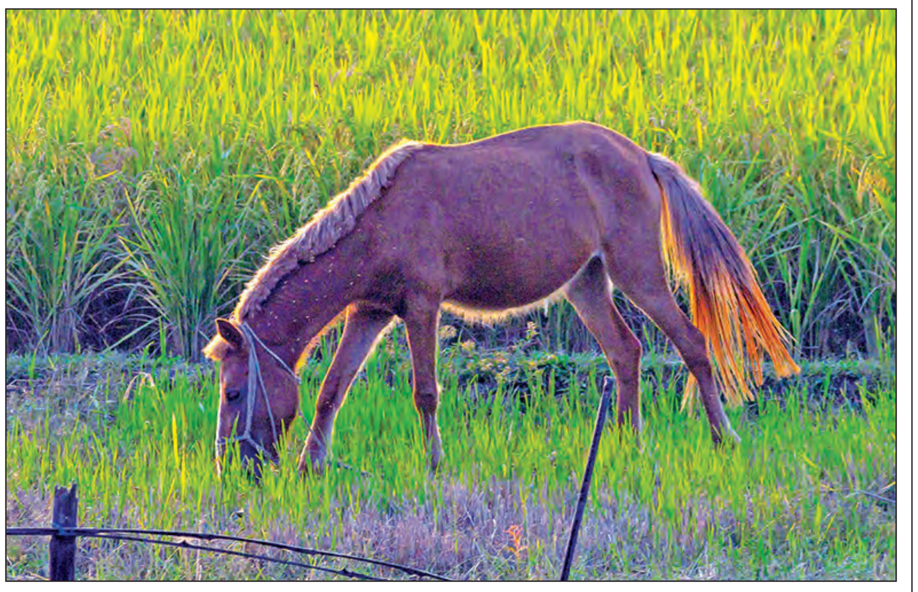

উদরপূর্তি।। ইসলামপুরের ইলুয়াবাড়িতে। ছবি : সুদীপ্ত ভৌমিক

স্মরণসভায় গরহাজির দুই নেতা, প্রশ্ন

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : রাজ্যের প্রয়াত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্মরণসভায় বেশ কিছু দলীয় নেতার অনুপস্থিতি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে প্রশ্ন উঠল। বুধবার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ড্রাইভার্স অ্যান্ড তৃণমূল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন শিলিগুড়ি ডিপোর সামনে স্মরণসভা করে। কিন্তু সেখানে আশ্চর্যজনকভাবে গরহাজির ছিলেন খোদ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বিশ্বাস, শিলিগুড়ি ডিপো কমিটির সভাপতি অপূর্ব দে সরকার সহ বেশ কয়েকজন। এই অনুপস্থিতি প্রশ্ন তুলেছে ঘাসফুল শিবিরে।

তবে অপূর্ববাবুর দাবি, 'আমরা মঙ্গলবারই ডিপোতে স্মরণসভা করেছি। বুধবার আমাদের সংগঠনের কিছু ছেলে গেটের বাইরে আরেকটা স্মরণসভা করেছে। এব্যাপারে আমার ঠিক কিছু জানা ছিল না।'

সাধারণ সম্পাদক দিলীপবাবুর মন্তব্য, 'কোচবিহারে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছি। ওই সভা তো জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ছিল। আশপাশের ওয়ার্ড নিয়ে সভা ছিল।'

সভায় তৃণমূল জেলা শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি নির্জল দে উপস্থিত ছিলেন। নির্জলবাবু বক্তব্য রাখার সময় ইউনিয়নের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমরা নতুন করে সবকিছু তৈরি করছি। আমরা আপনাদের সঙ্গেই আছি। আমরা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেব। আপনারা যে বিচার আমাদের কাছে চেয়েছেন আমরা করব। দুর্নীতির সঙ্গে যুক্তরা এখানে জায়গা পাবে না। আমরা দুর্নীতিমুক্ত সংগঠন তৈরি করতে চাই।'

এদিনের সভাকে কেন্দ্র করে কিছুদিন আগে শিলিগুড়ি ডিপোতে একটি ব্যানার পড়েছিল। যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তৃণমূল সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছিল, দিলীপবাবুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগ তুলেছে দলেরই একটা অংশ। তাঁরাই এই সভার মূল আয়োজক। নির্জলবাবুর কথাতেই এ বিষয়টি আরও প্রকাশ্যে এল।

যদিও এদিনের সভা প্রসঙ্গে নির্জলবাবুকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর উত্তর, 'আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাই গিয়েছিলাম।'

পোস্টারে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : একটি পোস্টারকে কেন্দ্র করে ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠল তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। 'রাজনীতি যাদের কাছে ব্যবসা, তাদের বর্জন করুন।' এমন লেখা পোস্টারে নাগরিকবৃন্দের কথা উল্লেখ থাকলেও শিলিগুড়ির ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা এর পিছনে তৃণমূলের গোষ্ঠী লড়াইয়ের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। কিছুদিন আগে ওয়ার্ডের দলীয় কার্যালয়ে প্রতুল চক্রবর্তী এবং বিকাশ সরকারের গোষ্ঠীর মধ্যে বচসার ঘটনাও অনেকে টেনে আনছেন যা এই ক্ষেত্রে বা আলোচনায় বাড়তি ইন্ধন জোগাচ্ছে। তবে পোস্টারের পিছনে বিজেপির হাত রয়েছে বলে তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের অভিযোগ।

যদিও তা মানতে নারাজ বিজেপি নেতা এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, 'সমস্যাটা কোথায়, পোস্টারে লিখিত বক্তব্যে, নাকি পোস্টারে। বক্তব্য বা পোস্টার নিয়ে আমার ব্যক্তিগত কোনও সমস্যা নেই। তাছাড়া ওয়ার্ডের কেউ কি পোস্টারে লেখা বক্তব্যের বিরোধিতা করছেন? যাঁদের গায়ে লাগছে, তাঁরা হয়তো দায় নিচ্ছেন।'

পুরভোট কবে হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু টিকিট পাওয়ার দাবিকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ির একাধিক ওয়ার্ডেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তৃণমূলের গোষ্ঠী লড়াই। কর্তৃত্ব হাতে রাখার লড়াইয়ে যুব কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে কিছুদিন আগে ফুলেশ্বরীতে থাকা ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের দলীয় কার্যালয়ে টিকিটের দুই দাবিদার প্রতুল চক্রবর্তী এবং বিকাশ সরকারের মধ্যে বাদানুবাদ হয়। বচসায় জড়িয়ে পড়ে দুই গোষ্ঠীর লোকজন। বিকাশবাবু আলাদা দলীয় কার্যালয় খুলেছেন বলেও ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে আলোচনা চলছে। এরই মধ্যে বুধবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান এমন পোস্টার। শুরু হয়ে যায় নতুন চর্চা। কার বিরুদ্ধে এই পোস্টার এবং কাদের হাত রয়েছে পোস্টার সাঁটানোর পিছনে, তা নিয়ে দিনভর চলে আলোচনা। অনেকেরই ধারণা, বিকাশ সরকারকে টার্গেট করে ওই পোস্টার মারা হয়েছে। কেউ কেউ প্রতুল চক্রবর্তীর গোষ্ঠীর লোকজনের হাত দেখতে পাচ্ছেন। তবে তা মানতে নারাজ প্রতুলবাবু। তিনি বলেন, 'এই ধরনের নোংরা রাজনীতি আমি করি না। কারা পোস্টার মেরেছে জানি না।' বিকাশবাবু বলেন, 'আমার নাম উল্লেখ নেই পোস্টারে। নাম থাকলে এবং কারা পোস্টার মেরেছে জানতে পারলে অবশ্যই আইনানুগ ব্যবস্থা নিতাম। তাছাড়া পাড়ার সকলেই জানেন, রাজনীতি আমার ব্যবসা নয়। দীর্ঘবছর আমি কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি করেছি। পারিবারিক ব্যবসাও রয়েছে। মানুষের সঙ্গে থেকে তাঁদের জন্য কাজ করতে চাই বলেই পার্টিটা করি। এরপরও যদি কারও গাত্রদাহ হয়, কিছু করার নেই।' দুই গোষ্ঠীর বাইরে থাকা তৃণমূল নেতারা অবশ্য এই পোস্টারের পিছনে বিজেপির হাত দেখতে পারছেন। দলের দুই গোষ্ঠীর লড়াইকে কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে ওঠা বিজেপি এই পোস্টার লাগিয়েছে বলে তাঁদের বক্তব্য। যেমন বাসু শিকদার বলেন, 'আমরা নিশ্চিত বিজেপির তরফে এই পোস্টার মারা হয়েছে।'

রাজনীতি
যাদের কাছে ব্যবসা
তাদেরকে বর্জন করুন
- নাগরিকবৃন্দ

বার্কিং ডিয়ারের শাবক উদ্ধার

লাটাগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : কোনওভাবে মায়ের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল একটি বার্কিং ডিয়ারের শাবক। মঙ্গলবার গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের আপার নেওড়া রেঞ্জের বনকর্মীরা রিশপ যাওয়ার পথে শাবকটিকে দেখতে পান। তার মায়ের খোঁজ না পেয়ে শাবকটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন তাঁরা। বুধবার সেটিকে বন দপ্তরের লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

শাবকটির বয়স প্রায় ১৫ দিন, এখনও নিজে থেকে ঘাস খেতে পারছে না। গরুমারা সাউথের রেঞ্জ অফিসার অয়ন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, তাকে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে। বড় হয়ে উঠলে শাবকটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।